সশস্ত্র বাহিনী ক্রয় নীতিমালা-২০১০

সাধারণ

১। বাহিনীত্রয় ও আন্তঃবাহিনী সংস্থাসমূহের সকল ক্রয় কার্যক্রমের জন্য মূলতঃ সংশ্লিষ্ট বাহিনী সদর ও আন্তঃবাহিনী সংস্থাসমূহ মূখ্য ভূমিকা পালন করবে। সংশ্লিষ্ট সদর দপ্তরসমূহ স্ব স্ব সাংগঠনিক কাঠামো, ভবিষ্যৎ প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে দীর্ঘ মেয়াদী ক্রয় পরিকল্পনা গ্রহণ করবে এবং প্রতি অর্থ বৎসরের শুরুতে বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম গ্রহণ করে দীর্ঘমেয়াদী ক্রয় পরিকল্পনা সফল করবে। একইভাবে সামরিক চিকিৎসা সার্ভিস মহাপরিদপ্তর বাহিনীত্রয়ের সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল, পূর্ববর্তী বছরের খরচ ও বিদ্যমান মজুদ, পূর্বে ক্রয়কৃত সরঞ্জামাদির বর্তমান অবস্থা, চিকিৎসা শাস্ত্রের আধুনিকায়ন ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে পরিকল্পনা করতঃ সকল প্রকার চিকিৎসা দ্রব্য সামগ্রী, ঔষধ ও বিভিন্ন সরঞ্জামাদির ক্রয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

২। বাহিনী সদর ও আন্তঃবাহিনী সংস্থাসমূহ বাজেট প্রাপ্তির পর দেশীয় ও বৈদেশিক মুদ্রায় ক্রয়কে যথাসম্ভব অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিহ্নিত করতঃ ডিজিডিপি'র মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে। দেশীয় মুদ্রায় সকল ক্রয়ের ক্ষেত্রে যথাযথ আর্থিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হলে ক্রয় ভেদে সংশ্লিষ্ট সংস্থা/কর্তৃপক্ষ চুক্তিপত্র সম্পাদন করবে। বৈদেশিক মুদ্রায় ক্রয়ের ক্ষেত্রে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ (এএফডি) হতে ব্যয়ের চূড়ান্ত আর্থিক অনুমোদন গ্রহণের পর কেন্দ্রীয় ক্রয়ের জন্য ডিজিডিপি এবং জরুরী ক্রয় ও Govt to Govt (G-2-G) ক্রয় ইত্যাদি এর জন্য সংশ্লিষ্ট বাহিনী সদর চুক্তিপত্র সম্পাদন করবে। তবে ডিজিডিপি'র মাধ্যমে ক্রয় সম্ভব না হলে যথাযথ যৌক্তিকতার ভিত্তিতে স্থানীয় বা জরুরী ক্রয়ের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে। বৈদেশিক মুদ্রায় সকল ক্রয় ঐ আর্থিক বৎসরের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেটের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। এএফডি'র নির্দিষ্ট অনুমতি ছাড়া দুই বা ততোধিক অর্থ বৎসরে পরিশোধযোগ্য কোন চুক্তি সম্পাদন করা যাবে না। তবে প্রটোকল/ বার্টার/ এগ্রিমেন্ট এর মাধ্যমে ক্রয়ের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হবে না।

সংজ্ঞা

৩। এই নীতিমালায় নিম্নবর্ণিত সংজ্ঞা সমুহ প্রযোজ্য হবেঃ

ক। **নিয়ন্ত্রিত দ্রব্য সামগ্রী**। অপারেশনে গুরুত্বপূর্ণ, উচ্চ মূল্য এবং স্থানীয় বাজারে দূর্লভ বিবেচনায় তালিকাভূক্ত সরঞ্জামাদি অস্ত্র, গোলাবারুদ, যন্ত্রপাতি, যানবাহন, স্থাপনা, দ্রব্য সামগ্রী ইত্যাদি বুঝাবে। সশস্ত্র বাহিনী ও আন্তঃবাহিনী সংস্থার জন্য নিয়ন্ত্রিত দ্রব্য সামগ্রীর তালিকা (Census List) থাকবে এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক হালনাগাদ করতে হবে।

খ। **অনিয়ন্ত্রিত দ্রব্য সামগ্রী**। নিয়ন্ত্রিত দ্রব্য সামগ্রীর তালিকা বহির্ভূত অন্য সকল দ্রব্য সামগ্রীকে বুঝাবে।

গ। **একক খাম পদ্ধতি**। একক খাম পদ্ধতিতে টেকনিক্যাল/কারিগরী অফার, ব্রসিয়ার, ইনভয়েস এবং এতদসংক্রান্ত অন্যান্য কাগজপত্র ও মূল্যসহ দ্রব্যের তালিকা দরপ্রস্তাব হিসাবে একত্রে একটি খামের মধ্যে উপস্থাপন করা হয়।

ঘ। **দ্বৈত খাম পদ্ধতি**। দ্বৈতখাম পদ্ধতিতে দুটি আলাদা সীলকৃত খামের মাধ্যমে দরপত্রের অফার জমা দেয়া হয়। একটি খামে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট ইনভয়েস ছকে অফারকৃত দ্রব্যের নাম ও মূল্য উল্লেখ থাকে। অন্য খামে টেকনিক্যাল/কারিগরী অফার এবং এতদসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র থাকে। পৃথক পৃথক খাম দুটিতে ''কারিগরী প্রস্তাব'' এবং ''আর্থিক দরপ্রস্তাব'' লিপিবদ্ধ করিয়া একত্রে একটি খামের মধ্যে উপস্থাপন করা হয়।

ঙ। **কেন্দ্রীয় ক্রয়**। ডিজিডিপির মাধ্যমে দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়কে বুঝায়।

চ। **স্থানীয় ক্রয়** । জরুরী প্রয়োজনে ফাইন্যান্সিয়াল রেগুলেশন অনুযায়ী আর্থিক ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে স্থানীয় বাজার হতে দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় বুঝায় ।

ছ। **জরুরী ক্রয়** । জরুরী প্রয়োজনে আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী ক্রয় নীতিমালা অনুসারে বৈদেশিক মুদ্রায় বিদেশ হতে দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় বুঝায় ।

জ। **Capital Purchase** । গুরুত্বপূর্ণ, বড় ধরনের ও ব্যয়বহুল প্ল্যান্ট, যন্ত্র, কারখানা, জাহাজ, বিমান, অস্ত্র, সরঞ্জাম, ট্যাংক ইত্যাদি বুঝায় । তবে অনিয়ন্ত্রিত যে কোন দ্রব্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে যদি আর্থিক সংশ্লেষ ২৫ (পঁচিশ) কোটি টাকা বা তদুর্দ্ধ হয় তবে তা Capital Purchase হিসেবে গণ্য হবে।

ঝ। **প্রশাসনিক অনুমোদন** । ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় প্রস্তাবনা অনুসারে ক্রয়ের সিদ্ধান্ত ও অনুমোদন প্রদান বুঝায় ।

ঞ। **আর্থিক সম্মতি** । বরাদ্দকৃত বাজেট হতে ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষের অর্থ ব্যয়ের পরিকল্পনা/সিদ্ধান্ত প্রস্তাবনায় সরকারী সম্মতি/অনুমোদনকে বুঝায় ।

ক্রয় পরিকল্পনা ও নীতিগত অনুমোদন

৪। বাহিনীত্রয় ও আন্তঃ বাহিনী সংস্থাসমূহ বছরের শুরুতেই বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা গ্রহণ করতঃ ক্রয় তালিকা প্রনয়ন করবে। সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত অনিয়ন্ত্রিত দ্রব্য সামগ্রী ও যন্ত্রাংশ ক্রয়ের ক্ষেত্রে বাহিনী সদর/আন্তঃ বাহিনী সংস্থা পর্যায়ে ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম শুরু করবে। সকল নিয়ন্ত্রিত দ্রব্য সামগ্রী ও Capital Purchase পর্যায়ভুক্ত যে কোন ক্রয়ের ক্ষেত্রে বাহিনী সদর/আন্তঃ বাহিনী সংস্থা কর্তৃক এএফডি হতে নীতিগত অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। নিয়ন্ত্রিত পর্যায়ভুক্ত নয় এমন অস্ত্র ও গোলাবারুদ লাইন আইটেম/যন্ত্রাংশ হিসাবে ক্রয় করা যাবে না। এ ধরনের সামগ্রী এর জন্য পৃথক নীতিগত অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। নির্ধারিত অর্থ বৎসরের Forecast Budget প্রাপ্তি সাপেক্ষে পরবর্তী অর্থ বৎসরের ক্রয়ের নীতিগত অনুমোদন প্রস্তাব ৩০ জুন এর মধ্যে এএফডিতে প্রেরণ করা যাবে । বাহিনী সদর/আন্তঃবাহিনী সংস্থাসমূহ ক্রয় কার্যক্রমের শুরুতেই চাহিদা ও বাজেট প্রাপ্তির সাথে সংগতি রেখে (বাহিনীসমূহের ক্ষেত্রে জিএসপিসি, এনএসপিসি, পিসিএম এবং আন্তঃবাহিনী সংস্থার ক্ষেত্রে যথাযথ পর্ষদ এর মাধ্যমে) ক্রয়তব্য নিয়ন্ত্রিত পণ্যের তালিকা অনুমোদনের পর তা নীতিগত অনুমোদনের (Approval in Principle-AIP) জন্য এএফডিতে প্রস্তাবনা প্রেরণ করবে।

৫। ক্রয়তব্য দ্রব্যের কারিগরী বিনির্দেশ চুড়ান্তকরণ ব্যতিরেকে নীতিগত অনুমোদন গ্রহণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না । নীতিগত অনুমোদনের জন্য তালিকাভূক্ত পণ্যের নামমালা ও সংখ্যা অনুমোদিত টিওএন্ডই/স্কেলে বর্ণিত প্রাধিকারের অনুকূলে প্রকৃত ঘাটতি পূরণের জন্য হতে হবে। তবে ব্যতিক্রমী ঘটনা হিসেবে নৌ বাহিনী জাহাজের Fitted item সমূহ অপারেশনাল ও টেকনিক্যাল কারণে অপসারণ সম্ভব না হলে প্রকৃত ঘাটতি না থাকা সত্ত্বেও ঐ আইটেমসমূহ ক্রয়ের প্রয়োজনীয়তা হলে তা নৌ সদর/ আঞ্চলিক ও নৌ কারিগরী পর্ষদ/ কমিটি কর্তৃক নিশ্চিত ও নির্বাচন করতঃ কার্যবিবরণী আকারে NSPC তে উপস্থাপন করতে হবে । পর্ষদের কার্যবিবরণীতে বিবৃত ইতিবাচক সুপারিশমালার ভিত্তিতে NSPC তে আইটেম সমূহ ক্রয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে তা এএফডিতে নীতিগত অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হবে ।সেক্ষেত্রে নৌসদর / আঞ্চলিক ও নৌ কারিগরী পর্ষদ/ কমিটি কর্তৃক 'আইটেমগুলো জরুরী ভিত্তিতে প্রতিস্থাপন প্রয়োজন, আইটেমগুলো অপারেশনাল ও টেকনিক্যাল কারণে নতুন আইটেম সংগৃহীত না হওয়া পর্যন্ত জাহাজ হতে অপসারণ সম্ভব নয় এবং নতুন আইটেম সংগ্রহের পরে জরুরী ভিত্তিতে পুরাতন আইটেম অপসারণপূর্বক সমন্বয় করা হবে'- এই মর্মে প্রত্যয়ন পত্র প্রদান করতে হবে।

৬। এএফডি কর্তৃক বাহিনী সদর/আন্তঃবাহিনী সংস্থার চাহিদার প্রেক্ষিতে ০২ (দুই) বৎসরের জন্য ক্রয়ের সরকারী নীতিগত অনুমোদন দেয়া যেতে পারে। তবে উক্ত নীতিগত অনুমোদন শুধুমাত্র পরিকল্পনা কার্যে (Planning Purpose) এবং সময় সাশ্রয়ের লক্ষ্যে পরবর্তী অর্থ বৎসরে পুনঃ নীতিগত অনুমোদন গ্রহণ না করেই নতুন চাহিদাপত্র উপস্থাপন করে ক্রয় কার্যক্রম শুরুর জন্য প্রযোজ্য হবে । দুই বৎসরের জন্য গৃহীত নীতিগত অনুমোদনের প্রাধিকারে বিগত অর্থ বৎসরের অসম্পন্ন ক্রয় কার্যক্রম পরবর্তী বৎসরে Carry Forward (CF) করার কোন সুযোগ নাই । তবে বিগত অর্থ বৎসরে যে সকল ক্রয় প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদনের পর্যায়ে রয়েছে সে সকল ক্রয় প্রস্তাব হতে বাহিনী সদরসমূহ কর্তৃক প্রয়োজনীয় বিবেচনায় (ব্যতিক্রমী ঘটনা হিসাবে) Case to Case Basis এ যথাযথ যৌক্তিকতা উল্লেখ করতঃ CF করণের প্রস্তাব এএফডিতে প্রেরণ করা হলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ সাপেক্ষে CF হিসাবে ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যেতে পারে।

৭। যে কোন ক্রয়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অর্থ বৎসর বহির্ভূত যে কোন আর্থিক অংগীকার বা আগাম যে কোন অর্থ বৎসরের বাজেটের অর্থ হতে ব্যয় সংকুলান বা একাধিক অর্থ বছরের বাজেটের সংশ্লেষ থাকলে বাহিনী সদর/সংস্থা কর্তৃক অর্থ মন্ত্রণালয় হতে পূর্বানুমতি গ্রহণ করে এএফডি হতে নীতিগত অনুমোদন গ্রহণ সাপেক্ষে যাবতীয় ক্রয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

প্রমিতকরণ

৮। বাহিনীত্রয় ও আন্তঃবাহিনী সংস্থা নিজ নিজ সাংগঠনিক কাঠামোতে সংযোজিত যন্ত্র, সরঞ্জাম, গাড়ী, ট্যাংক, বিমান, হেলিকপ্টার, রাডার, জাহাজ, প্ল্যান্ট, অস্ত্র, গোলাবারুদ যথাসম্ভব প্রমিতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। প্রমিতকরণের নিমিত্তে একাধিক উৎস হতে একাধিক মডেল নির্বাচন করতঃ প্রয়োজনীয় তথ্যাদিসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থা/বাহিনী সদর এএফডিতে প্রস্তাব প্রেরণ করবে । বাহিনী/সংস্থা কর্তৃক একটি মাত্র মডেল প্রমিতকরণের ক্ষেত্রে যথার্থ যৌক্তিকতা প্রদর্শন করতে হবে। প্রমিতকরণের প্রস্তাবনা এএফডি কর্তৃক অনুমোদনের পর চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। প্রমিতকরণকৃত সামগ্রীর প্রমিতকরণ বাতিল/পরিবর্তন/ সংশোধন ইত্যাদি একই পদ্ধতি অনুসরণে প্রক্রিয়াকরণ করতে হবে। কোন মূল যন্ত্র, সরঞ্জাম, গাড়ী, প্ল্যান্ট, অস্ত্র, গোলাবারুদ ইত্যাদি যদি বাহিনীত্রয়ের ব্যবহারিক দিক হতে একই হয় তা হলে এক ধরণের দ্রব্য সামগ্রী (Common User Item) হিসেবে প্রমিতকরণ এবং ক্রয় সম্পন্ন করা বাঞ্ছনীয় । এ ব্যাপারে এএফডি আন্তঃ বাহিনী পর্ষদের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে ।

ক্রয় পদ্ধতি

৯। কেন্দ্রীয় ক্রয় । কেন্দ্রীয় ক্রয় কার্যক্রম প্রচলিত বিধি DP-35, ফাইন্যান্সিয়াল রেগুলেশন এবং Revised System of Financial Management for the Defence Forces এর আলোকে পরিচালিত হবে। পরবর্তীতে প্রচলিত বিধির প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংস্কারের প্রেক্ষিতে উক্ত বিধিমালার ধারাবাহিকতা রক্ষার নিমিত্তে পূণঃসংকলিত বিধি যথারীতি প্রযোজ্য হবে । বাহিনীত্রয় ও আন্তঃ বাহিনী সংস্থা সমূহের সকল প্রকার যানবাহন (স্থল/নৌ/আকাশযান), সরঞ্জাম, দ্রব্যসামগ্রী এবং যন্ত্রাংশ (জরুরী ক্রয় ব্যতিত) স্থানীয়/বৈদেশিক মুদ্রায় কেন্দ্রীয় ক্রয়ের পদ্ধতি নিম্নরুপঃ

ক। চাহিদাকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নীতিগত অনুমোদন প্রাপ্তির পর নীতিগত অনুমোদনের সাথে সংগতি রেখে স্থানীয়/বৈদেশিক মুদ্রায় ক্রয় চিহ্নিত করতঃ অনুমোদিত নামমালা ও সংখ্যা অনুযায়ী চাহিদাপত্র উপস্থাপন করা হবে। কোন অবস্থাতেই নীতিগত অনুমোদন গ্রহণের পূর্বে চাহিদাপত্র উপস্থাপন করা যাবে না। একটি নীতিগত অনুমোদনের অনুকূলে মাত্র ০১টি চাহিদাপত্র উপস্থাপন করা বাঞ্চনীয়। সকল বাহিনীর জন্য কেন্দ্রীয় ক্রয়ের ক্ষেত্রে দেশীয় মুদ্রায় ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বাহিনী সদর নিজস্ব ব্যবস্থায় ক্রয় কার্যক্রম পরিচালনা করবে। কেন্দ্রীয় ক্রয়ের ক্ষেত্রে দেশীয় মুদ্রায় ২৫ লক্ষ টাকার অতিরিক্ত মূল্যের জন্য ডিজিডিপিতে প্রেরণ করা হবে। তবে ২৫ লক্ষ টাকার অধিক মূল্যের জন্য বাহিনী সদরের তত্ত্বাবধানে ক্রয়ের প্রয়োজনীয়তা থাকলে অত্র বিভাগের সম্মতিক্রমে ক্রয় কার্য পরিচালনা করা যাবে। উল্লেখ্য, স্থানীয় ক্রয়ের প্রচলিত পদ্ধতি বহাল থাকবে।

খ। ক্ষুদ্রাস্ত্র ও ক্ষুদ্রাস্ত্রের গোলাবারুদ ক্রয়ের ক্ষেত্রে SA Policy ১৯৭৭ অনুসরণ করতঃ সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে কেন্দ্রীয়ভাবে ক্রয়ের লক্ষ্যে চাহিদাপত্র উপস্থাপন করা হবে। তবে সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে কেন্দ্রীয় ক্রয় দুস্কর হলে এ মর্মে সেনাসদর হতে প্রত্যয়ন পত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে এএফডি হতে প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র গ্রহণ করে স্ব স্ব সংস্থা কর্তৃক প্রমিতকৃত ক্ষুদ্রাস্ত্র ও গোলাবারুদের ক্রয় কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।

গ। চাহিদাপত্র (নিয়ন্ত্রিত/অনিয়ন্ত্রিত) প্রাপ্তির পর যথাযথ কারিগরী কর্তৃপক্ষ (সংশ্লিষ্ট পরিদর্শনালয়/পরিদপ্তর/পর্ষদ) কর্তৃক কারিগরী বিনির্দেশ ও কারিগরী শর্তাবলী যথাযথভাবে নিরীক্ষান্তে চাহিদাপত্রের সাথে সংযোজন করতঃ সমীক্ষাকৃত, (Vetted) পূর্ণাঙ্গ এবং শর্তবিহীন (Unconditional) চাহিদাপত্র (Indent) ডিজিডিপি'তে প্রেরণ করতে হবে। সমীক্ষাকৃত পূর্ণাঙ্গ চাহিদাপত্র প্রাপ্তির পর ডিজিডিপি প্রচলিত বিধি অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে। বাহিনী সদর/আন্তঃবাহিনী সংস্থা কর্তৃক একই বিনির্দেশ সম্বলিত আইটেমের চাহিদাপত্র একত্রে উপস্থাপন করতে হবে যাতে অহেতুক দরপত্র আহবান ও ক্রয় প্রস্তাবের সংখ্যা বৃদ্ধি না পায়।

ঘ। নীতিগত অনুমোদনের সাথে চাহিদাপত্রের নামমালার গড়মিল নেই নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে সমীক্ষাকৃত চাদিাপত্রের সাথে প্রশাসনিক শর্তাবলী অন্তর্ভূক্ত করে ডিজিডিপি কর্তৃক দরপত্র আহবান করা হবে। একটি দরপত্রে একাধিক আইটেম/লাইন আইটেম থাকলে এবং প্রথম

বার আহবায়িত দরপত্রে আংশিক আইটেম গ্রহণযোগ্য হলে পৃথক ক্রয়প্রস্তাব তৈরী না করে পরবর্তীতে পুণঃ আহবায়িত দরপত্রে গ্রহণযোগ্য অবশিষ্ট আইটেম সহ একত্রে একটি ক্রয় প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। নিয়ন্ত্রিত/অনিয়ন্ত্রিত প্রমিতকরণকৃত/ অপ্রমিতকরণকৃত দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়/ মেরামত/ ওভারহল/ আয়ুস্কাল বর্ধিতকরণসহ সকল ক্ষেত্রেই মূল্যসীমা এক কোটি টাকার উর্ধ্বে হলে দরপত্র আহবানের ক্ষেত্রে ডাবল ইনভেলপ/দ্বৈতখাম পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

ঙ। দরপত্র আহবানের পরে Country of Origin, Country of Manufacturer ইত্যাদি পরিবর্তন করা যাবে না। তবে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কারিগরী বিনির্দেশের অপরিহার্য বিষয়াদির সমন্বয়/ পরিবর্তন/ পরিবর্ধন/ পরিমার্জন DP-35 এর অনুসরণে চাহিদাকারী ও কারিগরী কর্তৃপক্ষের সমন্বয় ও যথাযথ যৌক্তিকতার ভিত্তিতে প্রতিপালিত হবে। নির্ধারিত দরপত্র খোলার দিনে প্রাপ্ত দরপ্রস্তাবসমূহ ডিজিডিপি প্রান্তে প্রাথমিক যাচাই বাছাই করে গৃহীত সঠিক (Responsive) দরপত্র সমূহ (দ্বৈত খাম পদ্ধতির ক্ষেত্রে আর্থিক দরপ্রস্তাব ব্যতীত) ন্যূনতম সময়ের মধ্যে কারিগরী সমীক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট পরিদর্শনালয়/সংস্থার নিকট প্রেরণ করা হবে।

চ। যথানিয়মে আহবায়িত টেন্ডারে ১ম বারেই কেবলমাত্র একটি (০১) সঠিক দরপত্র প্রাপ্ত হলে পুনঃ দরপত্র আহবান ব্যতিরেকেই তাহা প্রয়োজনীয় কারিগরী সমীক্ষার জন্য প্রেরণ করে ক্রয় কার্যক্রমের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ছ। সংশ্লিষ্ট পরিদর্শনালয়/কারিগরী কর্তৃপক্ষসমূহ ডিজিডিপি হতে প্রাপ্ত দরপত্র কারিগরী বিনির্দেশ ও কারিগরী শর্তাবলীর আলোকে ন্যূনতম সময়ে (৪-৬ সপ্তাহ) সমীক্ষাকার্য সমাধা করতঃ দরপত্রের গ্রহণযোগ্যতা ও বাতিলের স্বপক্ষে যথাযথ কারণ উল্লেখ পূর্বক শর্তবিহীন সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট কারিগরী সমীক্ষা প্রতিবেদন (Technical Vetting Report) ডিজিডিপি'তে প্রেরণ করবে। কারিগরী বিনির্দেশে Variation এর ক্ষেত্রে DP-35 এর নির্দেশনা কঠোর ভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং Minor Variation গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হলে তার স্বপক্ষে সংশ্লিষ্ট কারিগরী পরিদর্শনালয়/কমিটি/ পর্ষদ কর্তৃক যথাযথ ব্যাখ্যা ও প্রত্যয়ন প্রদান করতে হবে।

জ। একক খাম পদ্ধতিতে কারিগরীভাবে গৃহীত দরপ্রস্তাবসমূহ হতে নিম্ন দরদাতা চিহ্নিত করা হবে। তবে দ্বৈত খাম পদ্ধতিতে কেবলমাত্র কারিগরী সমীক্ষায় গৃহীত হওয়া সাপেক্ষে আর্থিক দরপ্রস্তাব উন্মুক্ত করে নিম্ন দরদাতা নির্ধারণ করা হবে। খুচরা যন্ত্রাংশ ও লাইন আইটেম ক্রয়ের ক্ষেত্রে আইটেম ভিত্তিক নিম্ন দরদাতা নির্বাচন করতে হবে। যে কোন ক্রয়ের ক্ষেত্রে যদি চাহিদাপত্র এবং দরপত্রে প্যাকেজ ভিত্তিক ক্রয়ের কোন শর্তাবলী সংযুক্ত না থাকে তবে আইটেম ভিত্তিক সর্বনিম্ন দরদাতা নির্বাচন করতে হবে। সকল ক্ষেত্রেই আর্থিক সংশ্লেষ প্রস্তুত করতঃ বাহিনী সদর/সংশ্লিষ্ট সংস্থা হতে প্রশাসনিক অনুমোদন/আর্থিক সম্মতি গ্রহণ করতে হবে।

ঝ। ডিজিডিপি কর্তৃক নিম্ন দরদাতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে Main Equipment Price + Essential Item Price (if necessary) + Training + Freight এর মূল্য বিবেচনা করা হবে। সংগ্রহণীয় Optional Item সার্বজনীন (Universal) হতে হবে এবং এর তালিকা যথাসম্ভব ন্যূনতম সংখ্যায় সীমিত হতে হবে। Optional Item এর তালিকা Financial Offer খোলার পূর্বেই নির্ধারণ করে বাহিনী সদর কর্তৃক ডিজিডিপিতে প্রেরণ করতে হবে। এমন কোন সামগ্রী Optional Item হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করা যাবে না যার ফলে কোন একক সরবরাহকারী সুবিধা পায়। প্রশিক্ষণ আবশ্যকীয় হলে চাহিদাকারী কর্তৃক চাহিদাপত্রে এরুপ শর্ত প্রদান করা হলে দরদাতা প্রশিক্ষণের জন্য যে দর উদ্ধৃত করবে তা নিম্ন দরদাতা নির্বাচনে বিবেচনায় নিতে হবে। তবে সকল ক্ষেত্রে একই রকম শর্ত প্রযোজ্য হবে না বিধায় প্রশিক্ষণের বিষয়ে ক্রয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ শর্তারোপ করতে হবে।

ঞ। দেশে ও বিদেশে উৎপাদিত একই পণ্যের বিপরীতে প্রাপ্ত দরপত্রের তুলনামূলক মূল্য যাচাইয়ের সময় বিদেশ হতে আমদানীকৃত সকল দ্রব্যাদির মূল্যের সাথে যাবতীয় শুল্ক করাদি সংযোজন করার পর যে মূল্য নির্ধারিত হবে তার সাথে তুলনা করে স্থানীয় উৎপাদিত দ্রব্য ১৫% অগ্রাধিকার পাবে।

ট। আর্থিক সংশ্লেষ ও আর্থিক সম্মতি প্রস্তুতকালে সকলক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত সূত্র অনুসরণকরতঃ পণ্য মূল্যের বাৎসরিক হ্রাস/ বৃদ্ধির হার নির্ণয় করতে হবে ঃ

$$\text{বাৎসরিক হ্রাস বৃদ্ধির হার} = \sqrt[n]{\frac{\text{Present Rate}}{\text{Previous Rate}}} \times 100 - 100$$

(এখানে n = No of Years)

ঠ। চাহিদাকারী কর্তৃক সংশ্লিষ্ট বাজেট খাতে অর্থ মজুদ সাপেক্ষে যথাযথ আর্থিক কর্তৃপক্ষের (Competent Financial Authority-CFA) নিকট হতে প্রশাসনিক অনুমোদন/আর্থিক সম্মতি গ্রহণ করতঃ এর কপি ডিজিডিপি'তে প্রেরণ করা হবে । প্রশাসনিক অনুমোদন পত্রে সুনির্দিষ্ট বাজেট খাত, ঐ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ, অনুমোদিত/ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ এবং বর্তমানে অবশিষ্ট বাজেটের পরিমাণ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে । পণ্যের বাৎসরিক মূল্য বৃদ্ধির হার ১০% এর অধিক হওয়া সত্ত্বেও ক্রয় করা হলে উদ্ধৃত মূল্যে দ্রব্য সামগ্রী ক্রয়ের যথাযথ যৌক্তিকতা চাহিদাকারী কর্তৃক ঐ প্রশাসনিক অনুমোদন/আর্থিক সম্মতি পত্রে প্রদান করতে হবে ।

ড। প্রশাসনিক অনুমোদন/আর্থিক সম্মতির ভিত্তিতে ডিজিডিপি কর্তৃক দরপত্রের অনুকূলে ক্রয় প্রস্তাবনা নোট সীটের মাধ্যমে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আর্থিক পরামর্শের জন্য সংশ্লিষ্ট নথিপত্রসহ এসএফসি(ডিপি)র অনুকূলে প্রেরণ করা হবে ।

ঢ। এসএফসি (ডিপি) ক্রয় প্রস্তাব সম্বলিত নথি পর্যবেক্ষণান্তে যথাশীঘ্র প্রয়োজনীয় আর্থিক পরামর্শ প্রদান করবে।

ণ। এসএফসি (ডিপি) হতে অনুকূল আর্থিক পরামর্শ প্রাপ্তির পর ডিজিডিপি কর্তৃক যথানিয়মে স্থানীয় মুদ্রায় সংগ্রহণীয় সরঞ্জাম/দ্রব্য সামগ্রীর (যানবাহন ও Capital Purchase ব্যতীত) জন্য চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে হবে । বৈদেশিক মুদ্রায় সংগ্রহণীয় সকল দ্রব্যের এবং স্থানীয় মুদ্রায় সংগ্রহণীয় যানবাহন ও Capital Purchase এর পূর্ণাঙ্গ ক্রয় প্রস্তাব প্রয়োজনীয় নথিপত্রসহ অনুমোদনের জন্য সুপারিশ সহকারে এএফডি'তে প্রেরণ করতে হবে । কোন দ্রব্য সামগ্রীর ক্রয়, মেরামত, ওভারহল, ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিকল্প নীতিগত অনুমোদন দেয়া হয়ে থাকলে বাহিনী সদর/সংস্থা কর্তৃক যে কোন একটি প্রস্তাব সুনির্দিষ্টকরণ সাপেক্ষে ডিজিডিপি কর্তৃক একটি মাত্র পুর্ণাঙ্গ ক্রয় প্রস্তাব সুপারিশ সহকারে অনুমোদনের জন্য এএফডিতে প্রেরণ করতে হবে। সকল ক্ষেত্রে দর প্রস্তাবের পর্যাপ্ত বৈধতার মেয়াদ রয়েছে নিশ্চিত করতঃ ডিজিডিপি/সংশ্লিষ্ট সংস্থা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কর্তৃক ক্রয় প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ করতে হবে ।

ত। এএফডি প্রান্তে ক্রয় প্রস্তাব সমূহ প্রয়োজনীয় নিরীক্ষান্তে যথাযথ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করা হবে । চুড়ান্ত আর্থিক অনুমোদন প্রাপ্তির পর তা ডিজিডিপিকে জানানো হবে। ডিজিডিপি বৈদেশিক মুদ্রায় চুক্তির ক্ষেত্রে সাধারণভাবে মূল্য পরিশোধের শর্ত ৮০% জাহাজীকরণের পর ও ২০% দ্রব্যের সন্তোষজনক প্রাপ্তির পর উল্লেখপূর্বক যথানিয়মে চুক্তিপত্র সম্পাদন করবে এবং আকল পত্র (Letter of Credit) খোলার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে । তবে গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জামাদি ক্রয়ের (Capital Purchase) ক্ষেত্রে অগ্রীম মূল্য পরিশোধের শর্ত চুক্তিপত্রে সংযোজন প্রয়োজন হলে DP-35 এর নির্দেশনা অনুযায়ী বাহিনী সদর কর্তৃক Case to Case Basis এ এএফডিকে অবগতির মাধ্যমে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে তা সংযোজন করা যেতে পারে । এএফডি হতে যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষের আর্থিক অনুমোদনের পরে যদি কোন কারণে চাহিদাকারী কর্তৃক চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত না হয়, তবে তার কারণ পরবর্তী অর্থ বৎসরের শুরুতে এএফডিকে অবহিত করা হবে।

থ। মূল সরঞ্জাম ক্রয়ের ক্ষেত্রে বাহিনী সমূহের অনুকূলে সংশ্লিষ্ট খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিপূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ডিজিডিপি কর্তৃক চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বেই বাহিনীসদর বাস্তব প্রয়োজনীয়তার নিরীখে Fast Moving and Slow Moving Spare Parts এর পৃথক পৃথক চূড়ান্ত তালিকা এবং পরিমাণ নির্ধারণ করতঃ সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা ডিজিডিপিতে প্রেরণ করতে হবে।

দ। বাহিনী সদর কর্তৃক ০৪ মাস সময়ের মধ্যে চুক্তি সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ/টেষ্ট ফায়ারিং সম্পন্ন করতঃ ডিজিডিপিকে চুক্তিমূল্যের অবশিষ্ট ২০% (ব্যতিক্রমীক্ষেত্রে, যা প্রযোজ্য) অর্থ সরবরাহকারীকে প্রদানের ব্যাপারে অবহিত করবে। তবে, বিশেষ ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ/টেষ্ট ফায়ারিং ০৪ মাস সময়ের মধ্যে সম্পন্ন সম্ভবপর না হলে বাহিনী সদর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ডিজিডিপিকে যৌক্তিক কারণ উল্লেখ করতঃ পত্র প্রেরণ করবে। এক্ষেত্রে, সকল প্রান্তে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রশিক্ষণ/টেষ্ট ফায়ারিং সম্পন্নের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। এতদব্যতিত, ০৪ মাস সময়ের মধ্যে যদি ব্যবহারকারী কর্তৃক কোন যৌক্তিক কারণে স্থানীয় প্রশিক্ষণ/টেষ্ট ফায়ারিং সম্পন্ন করা সম্ভব না হয়, সেক্ষেত্রে চুক্তিমূল্যের অবশিষ্ট ২০% (ব্যতিক্রমীক্ষেত্রে, যা প্রযোজ্য) অর্থ হতে অনিষ্পন্ন প্রশিক্ষণ/টেষ্ট ফায়ারিং এর সমপরিমাণ অর্থ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট অর্থ সরবরাহকারীকে পরিশোধ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে মূল্য পরিশোধের পূর্বে এসএফসি (ডিপি)'র মতামত অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।

ধ। সরবরাহকারী কর্তৃক চুক্তিকৃত দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহের ক্ষেত্রে পণ্য সরবরাহকারী সংস্থার অনুকূলে End User's Certificate (EUC) প্রদান করতে হলে এএফডি প্রণীত EUC প্রদানের নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে।

ন। ডিজিডিপি কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রায় স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্রে DP-35 এর অনুসরণে Arbitration Act 2001 এর শর্তানুযায়ী Arbitration Clause সন্নিবেশিত হয়ে থাকে। তবে ক্ষেত্র বিশেষে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে এবং এএফডি'র অনুমোদন সাপেক্ষে চুক্তিপত্রে "Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC)" অনুযায়ী (স্থান ঢাকা, বাংলাদেশ) Arbitration অনুষ্ঠানের শর্ত সংযোজন করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত অর্থ খরচের বিষয়টি অভিযোগ উত্থাপনকারী কর্তৃক বহন করতে হবে। একই সাথে, অতিরিক্ত অর্থ ও সময় ব্যয়ের প্রেক্ষিতে প্রশাসনিক জটিলতা ও দীর্ঘ সূত্রিতার বিষয়টি উভয় পক্ষকে জ্ঞাত করাতে হবে।

প। বাহিনীত্রয়, আন্তঃবাহিনী সংস্থা এবং সশস্ত্র বাহিনী পরিচালিত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান সমূহ কর্তৃক ক্রয় সংশ্লিষ্ট অথবা ভবিষ্যতে ক্রয়ের উদ্দেশ্যে যে কোন প্রকার বিদেশ ভ্রমণ সংক্রান্ত নীতিমালা।

ফ। চুক্তিপত্রের ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ, বিভিন্ন পর্যায়ের পরিদর্শন ও সরবরাহ সম্পন্ন করা হবে। যার ভিত্তিতে ডিজিডিপি কর্তৃক প্রচলিত নিয়মে আকলপত্র ও চুক্তির শর্তানুযায়ী মূল্য পরিশোধের ব্যবস্থা করা হবে।

১০। <u>সরাসরি ক্রয়</u>। সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত সরকারী মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কারখানা হতে কেবলমাত্র নিজস্ব উৎপাদিত পণ্য সশস্ত্র বাহিনী ও আন্তঃবাহিনী সংস্থাসমূহের জন্য ক্রয়কারী কর্তৃক দরপত্র প্রক্রিয়া বা অন্য কোন ক্রয় পদ্ধতি ব্যতিরেকে, একটি উৎস হতে সরাসরি ক্রয় করা যাবে। তবে, এক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত শর্ত প্রতিপালন করতে হবেঃ

(১) সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত সরকারী মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কারখানা হতে কেবলমাত্র নিজস্ব উৎপাদিত পণ্য সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা যাবে।

(২) ক্রয়কৃত পণ্য কারিগরী বিনির্দেশ অনুযায়ী হতে হবে।

(৩) সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি অবলম্বন করে ডিজিডিপি'র মাধ্যমে ক্রয় সম্পন্ন করতে হবে। এক্ষেত্রে ডিজিডিপিতে চাহিদাপত্র প্রেরণকালে চাহিদাকৃত পণ্য সরাসরি ক্রয়ের স্বপক্ষে জিএসপিসি/এনএসপিসি/পিসিএম এর সিদ্ধান্ত সংযুক্ত করতে হবে।

(৪) সরকারি অর্থ সাশ্রয়ের লক্ষ্যে বাহিনী সদর /সংশ্লিষ্ট পরিদর্শনালয়/যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সমমানের পণ্যের মূল্য যাচাই করতঃ সামঞ্জস্যপূর্ণ মূল্যে সরাসরি ক্রয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। তবে, ২৫ কোটি টাকার উর্দ্ধে Capital Purchase ভুক্ত পণ্য সরাসরি ক্রয়ের ক্ষেত্রে ডিজিডিপি কর্তৃক প্রথমে দরপত্র আহবান করে প্রকৃত বাজার মূল্য নিরূপণ করতে হবে। অতঃপর নিরূপিত বাজার মূল্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মূল্যে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি প্রয়োগ করে সেই পণ্য ক্রয় করা যাবে।

(৫) জরুরী ভিত্তিতে পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে একটি চাহিদাপত্রের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ০১ (এক) কোটি টাকা মূল্যের পণ্য সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি প্রয়োগ করে প্রচলিত ফাইন্যান্সিয়াল রেগুলেশনস এবং ইকুইপমেন্ট রেগুলেশনস মোতাবেক স্থানীয় ক্রয় (Local Purchase) করা যাবে। এক্ষেত্রে, ডিজিডিপি'র মাধ্যমে ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা আবশ্যক নয়।

১১। <u>স্থানীয় ক্রয়</u>। জরুরী চাহিদা মিটানোর জন্য বাহিনীত্রয় ও আন্তঃবাহিনী সংস্থা প্রচলিত ফাইন্যান্সিয়াল রেগুলেশনস এবং ইকুইপমেন্ট রেগুলেশনস মোতাবেক যথাযথ কর্মকর্তার আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে প্রচলিত সরকারী বিধি অনুসরণপূর্বক স্থানীয়ভাবে দ্রব্যাদি ক্রয় করতে পারবে। যে সকল ক্রয়ে বড় ধরনের অর্থ সংশ্লেষ রয়েছে সেক্ষেত্রে স্থানীয় ক্রয়ের পরিবর্তে ডিজিডিপি'র মাধ্যমে ক্রয় সম্পন্ন করতে হবে। যে কোন ধরনের স্থানীয় ক্রয় যদি ০১ (এক) কোটি টাকার উর্দ্ধে হয় তবে দ্বৈত খাম পদ্ধতিতে ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। এ ক্ষেত্রেও যথানিয়মে আহবায়িত টেন্ডারে ১ম বারেই কেবলমাত্র একটি (০১) সঠিক দরপ্রস্তাব প্রাপ্ত হলে ক্রয় কার্যক্রমের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। তাছাড়াও, জরুরী ভিত্তিতে ক্রয়ের ক্ষেত্রে একটি চাহিদাপত্রের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ০১ (এক) কোটি টাকা মূল্যের দ্রব্য সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি প্রয়োগ করে সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত সরকারী মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কারখানা হতে কেবলমাত্র নিজস্ব উৎপাদিত পণ্য প্রচলিত ফাইন্যান্সিয়াল রেগুলেশনস এবং ইকুইপমেন্ট রেগুলেশনস মোতাবেক স্থানীয় ক্রয় (Local Purchase) করা যাবে। এক্ষেত্রে, ডিজিডিপি'র মাধ্যমে ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা আবশ্যক নয়।

১২। **জরুরী ক্রয়**। স্বল্প সময়ের মধ্যে জরুরী ভিত্তিতে দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে ঃ

ক। স্বল্প সময়ের মধ্যে যে সমস্ত মূল সরঞ্জাম, খুচরা যন্ত্রাংশ ও পিওএল সামগ্রী, প্রিজারভেটিভ ও সমজাতীয় দ্রব্যাদি ইত্যাদি তিন মাসের কম সময়ের মধ্যে ব্যবহারকারীর প্রয়োজন শুধুমাত্র ঐ সমস্ত দ্রব্যকে জরুরী দ্রব্য হিসাবে চিহ্নিত করা যাবে। এক্ষেত্রে ডিজিডিপি'র পরিবর্তে বাহিনী সদর এএফডিকে অবগতি পূর্বক সরাসরি প্রস্তুতকারক/সরবরাহকারী সংস্থার যথাসম্ভব একাধিক উৎস হতে দরপত্র সংগ্রহ করে ক্রয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে। তবে মূল সরঞ্জাম ক্রয়ের ক্ষেত্রে দ্রব্যটি পূর্বে প্রমিতকরণ ও ক্রয় করা থাকতে হবে। পিওএল সামগ্রী, প্রিজারভেটিভস, সমজাতীয় দ্রব্যাদি ও খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মূল ইকুইপমেন্টটি প্রমিতকরণ থাকতে হবে। তবে কি কারণে দ্রব্যটি এত অল্প সময়ের মধ্যে প্রয়োজন এবং কেন যথাসময়ে ক্রয় কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি এর যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা অবশ্যই বাহিনী সদর কর্তৃক অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের অবগতির জন্য প্রেরণ করতে হবে। এ ধরণের ক্রয়ের ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রা রেমিট্যান্স করতে হলে অবশ্যই বাংলাদেশ দূতাবাসগুলির মাধ্যমে করতে হবে। উক্ত সময়সীমার (তিন মাস) উর্দ্ধে সকল প্রকার ক্রয় কার্যক্রম ডিজিডিপি এর মাধ্যমে গ্রহণ করতে হবে । প্রয়োজনে ডিজিডিপি যথাসম্ভব কম সময়ের মধ্যে ক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করবে । বিশেষ ক্ষেত্রে খুচরা যন্ত্রাংশ এবং পিওএল সামগ্রী, প্রিজারভেটিভস ও সমজাতীয় দ্রব্যাদির ক্রয় কার্যক্রম তিন মাসের মধ্যে সম্পন্ন করা সম্ভব না হলে বাহিনী সদর দপ্তর কর্তৃক যথাযথ ব্যাখ্যাসহ সর্বোচ্চ ০১(এক) মাস সময় বাড়ানোর প্রস্তাব অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা যাবে ।

খ। বৈদেশিক মুদ্রায় জরুরী ক্রয়ে ও রেমিট্যান্স প্রেরণের ক্ষেত্রে বাহিনী প্রধান/বাহিনী সদরের সংশ্লিষ্ট কোন কর্মকর্তা পৃথক কোন আর্থিক ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে থাকলে তদানুযায়ী প্রচলিত বিধি অনুসরণপূর্বক ক্রয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারবেন ।

১৩। **মেরামত/ওভারহল/আয়ুষ্কাল বর্ধিতকরণ**। বাহিনীত্রয় ও আন্তবাহিনী সংস্থা কর্তৃক ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সকল প্রচলিত বিধি, নীতিমালা ও পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক সরঞ্জাম, যন্ত্রাংশ ও দ্রব্যাদির মেরামত/ ওভারহল/ আয়ুষ্কাল বর্ধিতকরণ করা যাবে । যে কোন সামরিক সরঞ্জাম/ যন্ত্রাংশ / দ্রব্যাদি মেরামত/ ওভারহল/ আয়ুষ্কাল বর্ধিতকরণের লক্ষ্যে কোন বিদেশী সরকার বা সংস্থার সাথে চুক্তি সম্পাদন এবং যে কোন সরঞ্জাম/যন্ত্রাংশ/ দ্রব্যাদি বিদেশে প্রেরণের পূর্বে অবশ্যই এএফডি'র অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে । মেরামত/ ওভারহল/ আয়ুষ্কাল বর্ধিত করনের উদ্দেশ্যে চুক্তি সম্পাদনের পর প্রয়োজনীয় এল সি খোলা বা অর্থ দূতাবাসের মাধ্যমে রেমিট্যান্স করা যাবে। স্বল্প সময়ের মধ্যে জরুরী ভিত্তিতে দ্রব্যসামগ্রী মেরামতের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে ঃ

ক। যে সকল সরঞ্জাম/যন্ত্রাংশ/দ্রব্যাদি তিন মাসের কম সময়ের মধ্যে মেরামত/ ওভারহল প্রয়োজন হবে তা জরুরী ক্রয়ের নীতিমালা অনুসরণ করে এএফডিকে অবগতিপূর্বক সরসরি প্রস্তুতকারক/ মেরামতকারী সংস্থা (যথাসম্ভব একাধিক উৎস) হতে দরপত্র আহবান/সংগ্রহ করে মেরামত/ওভারহল কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে ।

খ। বিশেষ ক্ষেত্রে মেরামত/ওভারহল কার্যক্রম কার্যাদেশ প্রদানের তিন মাসের মধ্যে সম্পন্ন করা সম্ভব না হলে বাহিনী সদর দপ্তর কর্তৃক মেরামতকারী সংস্থা এবং বাহিনী সদর দপ্তর কর্তৃক গঠিত অফিসার পর্ষদের সুপারিশ অনুযায়ী যথাযথ ব্যাখ্যাসহ যুক্তিযুক্ত সময়সীমা বৃদ্ধির প্রস্তাব অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা যাবে ।

১৪। **মেডিক্যাল সরঞ্জামাদি এবং ঔষধপত্র ক্রয়**। মেডিক্যাল সরঞ্জামাদি এবং ঔষধপত্র ক্রয়ের ক্ষেত্রে উপরে বর্ণিত পদ্ধতি/নীতিমালার অতিরিক্ত নিম্নে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করে ক্রয় কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে ঃ

ক। **দরপত্র আহবান** । মেডিসিন এন্ড এ্যাপ্লায়েন্সেস, ডিসপোজেবল এন্ড ইন্সট্রুমেন্টস, কেমিক্যাল ল্যাব, রি-এজেন্ট ও ভেটেরিনারী ড্রাগস ক্রয়ের নিমিত্তে দরপত্র আহবানের ক্ষেত্রে মূল্য এক কোটি টাকার উর্দ্ধে হলেও একক খাম পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

খ। **প্রমিতকরণকৃত ঔষধ প্রস্তুতকারী কোম্পানিসমূহ হতে ঔষধ ক্রয়** । গুনগত মানসম্পন্ন ঔষধ/ ডিসপোজেবল আইটেম/ মেডিক্যাল ইন্সট্রুমেন্টস/ইলেকট্রোমেডিক্যাল ইকুইপমেন্ট প্রস্তুতকারী কোম্পানীসমূহ প্রমিতকরণ অথবা সন্তোষজনক মান সম্পন্ন প্রস্তুতকারক নিম্নমানে পর্যবসিত হবার প্রেক্ষিতে অপ্রমিতকরণের প্রয়োজন পড়লে গঠিত স্থায়ী পর্ষদের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রমিতকরণকৃত কোম্পানী হতে Rate Running Contract এর মাধ্যম বহুল ব্যবহৃত ঔষধ ক্রয় করা যাবে।

গ। **স্থানীয় ক্রয়** । জীবন রক্ষাকারী, অতীব মূল্যবান, স্বল্প ব্যবহৃত কিন্তু জরুরী, দীর্ঘদিন মজুদ রাখা যায় না- এ ধরনের ঔষধ সামগ্রী স্থানীয়ভাবে ক্রয়ের জন্য সামরিক চিকিৎসা সার্ভিস মহাপরিদপ্তরের যথাযথ কর্তৃপক্ষের আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে স্থানীয় ক্রয়ের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে।

ঘ। **মেরামত** । জরুরী চিকিৎসা সরঞ্জামসমূহ যা অকেজো থাকলে রোগীর স্বাভাবিক চিকিৎসা সেবা ব্যহত হয়, সে ধরনের সরঞ্জামাদি স্থানীয়ভাবে দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা করার জন্য সামরিক চিকিৎসা সার্ভিস মহাপরিদপ্তর যথাযথ কর্তৃপক্ষের আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে স্থানীয়ভাবে মেরামতের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে। বিশেষ ক্ষেত্রে ইউনিট কর্তৃক স্থানীয় ভাবে মেরামত সম্ভব না হলে অকার্যকর ইলেক্ট্রোমেডিক্যাল সরঞ্জাম এএফএমএসডিতে আনয়ণ করতঃ কেন্দ্রীয়ভাবে মেরামতের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

অন্যান্য/ বিবিধ

১৫। **প্রটোকল/ বার্টার/ এগ্রিমেন্ট** । প্রটোকল/বার্টার/এগ্রিমেন্ট এর মাধ্যমে সামরিক দ্রব্যাদি ক্রয় করতে হলে সকল চুক্তিপত্র/প্রটোকল/এগ্রিমেন্ট সরকারী পর্যায়ে এএফডি'র মাধ্যমে স্বাক্ষরিত হতে হবে অথবা এএফডি'র অনুমোদনক্রমে সংশ্লিষ্ট বাহিনী সদর/ডিজিডিপি/বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে হতে হবে।

১৬। **অন্যান্য বাহিনী হতে ক্রয়** । বুক ডেবিট পেমেন্ট বা বাজেট উপযোজনের মাধ্যমে এক বাহিনী অন্য বাহিনী হতে সামরিক দ্রব্যাদি ক্রয় করতে পারবে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বাহিনীসমূহ নিজেদের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ করে ক্রয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

১৭। **Government to Government (G-2-G) ক্রয়** । বাহিনী সদর দপ্তর কর্তৃক যথাযথ যৌক্তিকতার ভিত্তিতে ও সরকারী অনুমোদন সাপেক্ষে কেন্দ্রীয় ক্রয়ের পরিবর্তে Government to Government ক্রয়ের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে সরকারী ক্রয় ও আর্থিক বিধিবিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে এএফডি প্রণীত Government to Government (G-2-G) ক্রয় নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে। সরকারী নীতিগত অনুমোদন গ্রহণ হতে চুক্তিপত্র বাস্তবায়ন ও পরবর্তী কার্যক্রম সমূহ সংশ্লিষ্ট বাহিনী সদরের দায়িত্ব প্রাপ্ত পরিদপ্তর পালন করবে।

আনুষঙ্গিক বিষয়াদি

১৮। **রিভলভিং লেটার অব ক্রেডিট** । বাহিনীত্রয়ের বিশেষ প্রয়োজনে এএফডি'র অনুমোদনক্রমে জরুরী চাহিদার অনুকূলে প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ ক্রয়ের ক্ষেত্রে চুক্তি মোতাবেক রিভলভিং লেটার অব ক্রেডিটের মাধ্যমে মূল্য পরিশোধ করা যেতে পারে।

১৯। **রেমিট্যান্স** । চলমান আর্থিক বৎসর বা পূর্বের আর্থিক বৎসরের ক্রয়কৃত মূল্য পরিশোধের লক্ষ্যে বিদেশী সরকার বা সংস্থার সাথে সম্পাদিত কোন চুক্তি/প্রটোকল/বার্টার/এ্যগ্রিমেন্ট এর অনুকূলে অর্থ রেমিট্যান্স করতে হলে প্রতিবারেই মঞ্জুরী/অনুমোদনের জন্য এএফডিতে প্রেরণ করতে হবে। শুধুমাত্র জরুরী ক্রয়ের ক্ষেত্রে, বাহিনী প্রধানগণকে প্রদত্ত আর্থিক সীমার মধ্যে বাহিনী সদর সমূহ সরাসরি রেমিট্যান্সের মাধ্যমে অর্থ প্রেরণ করতে পারবে। তবে রেমিট্যান্সের মাধ্যমে প্রেরিতব্য অর্থের পরিমান বাহিনী প্রধানগণকে প্রদত্ত আর্থিক ক্ষমতা অতিক্রম করলে তা মঞ্জুরী/অনুমোদনের জন্য এএফডিতে প্রেরণ করতে হবে।

২০। **বীমাকরণ**। বাহিনীত্রয় ও আন্তবাহিনী সংস্থা কর্তৃক সামরিক দ্রব্যাদি ক্রয়ের ক্ষেত্রে বীমাকরণ ছাড়াও মেরামতের জন্য প্রচলিত বীমা বিধি মোতাবেক বীমাকরণ করতে পারবে। সকল প্রকার বীমার অর্থ দেশীয় মুদ্রায় পরিশোধ করতে হবে।

উপসংহার

২১। উপরোক্ত ক্রয় পদ্ধতি বর্তমানে প্রচলিত ক্রয় সংক্রান্ত সকল বিধি বলবৎ রেখে জারি করা হলো। এতদবিষয়ে ভবিষ্যতে কোন সমস্যা দেখা দিলে উহা যথাযথ পর্যায়ে পরীক্ষা/ নিরীক্ষার মাধ্যমে সমাধা করা হবে।